২০) গুপ্তযুগের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

→ প্রাচীন ভারতবর্ষে গুপ্তযুগে ভূমিরাজস্ব
তথা অর্থনীতির অন্যতম উৎস ছিল বিভিন্ন সাহিত্য উপাদান যেমন-
যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি, নারদ স্মৃতি প্রভৃতি থেকে জানা যায় গুপ্তযুগের
আয়-এর প্রধান উৎস ছিল কৃষি বা রাজস্ব। জমি থেকে নানা ধর-
নের রাজস্ব সরবরাহ করা হত। প্রধান ভূমি রাজস্ব ছিল ভাগ।

গুপ্তযুগের বিভিন্ন সাহিত্য ও লেখমা-
লায় বিভিন্ন ধরনের জমির উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ষষ্ঠ শতকের
রচনা 'অমরকোষ' থেকে জানা যায় জমির উর্বরতা শক্তির অনুযায়ী
গুপ্তযুগে জমিকে ১২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এবং উৎপাদন
অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হত।

কালিদাসের কাব্য থেকে জানা যায়
উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে রাজা গ্রহণ করতেন।
তবে কখনো কখনো জমির মান অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের এক-
তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ভাগ রূপে কোষাগারে জমা পড়ত। যুদ্ধ
জরুরী অবস্থা দেখা দিলে এই ভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। গুপ্ত
লেখমালায় কখনো কখনো ভাগ অর্থে বলি ও মেয় পদের ব্যবহা-
র দেখা যায়। ভাগ ছাড়া প্রজাদের ভোগ, কর, উপরিকর, হিরণ্য ও
হালিকাকর প্রভৃতি নানা ধরনের রাজস্ব দিতে হত।

গুপ্তযুগে কর ও উপরিকর সম্পর্কে
ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন- এগুলি ছিল প্রধান ও অপ্র-
ধান রাজস্ব। আবার গ্রামবাসীরা কখনো কখনো রাজাকে যেসম-
স্ত উপহার সামগ্রী পাঠাতেন তা 'ভোগ' নামে পরিচিত ছিল। মেধী
তিনি বলেন- প্রজারা রাজাকে যে দ্রব্য দান করতেন তা 'কর' নামে
পরিচিত ছিল। বিশেষত, ভাদ্র ও পৌষ মাসে গ্রাম ও শহরবাসীরা
রাজাকে এই ধরনের দ্রব্যাদি দান করতেন, ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র
সরকার মনে করেন- প্রধান করের মধ্যে ছিল মূলত ভূমি রাজস্ব থেকে
সরকারের কোষাগারে জমা হওয়া অর্থ অন্যদিকে অপ্রধান করের মধ্যে

পড়ত এই সমস্ত দান, খোরাক প্রভৃতি। তবে ঐতিহাসিক ফ্লিট মনে করেন— অন্যের জমিতে কাজ করেন এমন চাষিদের দেওয়া রাজস্বই ছিল উপরিকর। আবার অনেকে মনে করেন কৃষকদের ওপর মাঝে মাঝে যে বাড়তি রাজস্ব চাপানো হত তাই ছিল উপরিকর। গ্রাম বা শহরে মোতায়েন রক্ষী বাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য সাধারণ মানুষকে 'দেভুক্ত' নামে কর দিতে হত। তবে আবার অনেকেই বলেছেন এটি ছিল 'জলকর'। কৃষকরা সরাসরি জলসেচের সুযোগ নিলে তাদের এই কর দিতে হত। লাঙলের ওপর যে কর ধার্য করা হত তা 'হালিরা' কর নামে পরিচিত ছিল। কয়েকটি বিশেষ পণ্যের উৎপাদনের জন্য কৃষকদের নগদে 'হিরণ্য' নামক রাজস্ব দিতে হত। রাজা বা সেনাপতি যখন সসৈন্যে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেত, তখন তাদের 'সেনাভক্ত' নামে কর দিতে হত। উৎসব ও অনুষ্ঠানে প্রজারা রাজাকে যে পোশাক দিতেন তা 'প্রণয়িক' নামে পরিচিত ছিল।

বিভিন্ন সূত্র মারফত স্পষ্টতো যে-সমস্ত ভূমিরাজস্ব বা রাজস্ব প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত তার বোঝা যথেষ্টই ভারী ছিল। তবে রাজস্বের বেশির-ভাগ অংশটি ব্যয় হত রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষণা-বেক্ষণে, বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধে এবং স্থায়ী সেনাবাহিনীর পিছনে। বিভিন্ন সমকালীন সূত্র থেকে জানা যায় গুপ্ত যুগের সাধারণ মানুষ এবং কৃষক সম্প্রদায়ের উপর করের পীড়নমূলক বোঝা চেপেছিল।